যায়যায়দিন

10 MAR 2012

ঢাবি ছাত্রলীগ : আধিপত্য ও নৈরাজ্যের তিন বছর

মতিউর রানিফ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) গত তিন বছরে ছাত্রলীগের ইতিহাস কেবলই আধিপত্য বিস্তার, অন্তঃকোন্দল, হল দখল, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি ও চরম নৈরাজ্যের। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের এ ছাত্র সংগঠন পুরো তিন বছর জুড়েই ক্যাম্পাসে জন্ম দিয়েছে নানা অঘটনের। অন্তঃকোন্দল ও সংঘর্ষে ছাত্রহত্যা, শিক্ষকসহ সাধারণ শিক্ষার্থী নির্যাতন, সাংবাদিক লাঞ্ছনা, ইভটিজিং, প্রতিপক্ষ ছাত্র সংগঠন ও অন্যান্য সংগঠনের নেতাকর্মীদের মারধর, হল থেকে বহিষ্কারসহ হেন কোনো অপকর্ম নেই তারা করেনি। ছাত্রদের দাবিদাওয়া পূরণের আন্দোলনে নয়, ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা সবসময় সক্রিয় থেকেছে অবৈধ উপায়ে টাকা কামানোর ধান্দায়। মার্কিন রাষ্ট্রদূতের বরাত দিয়ে উইকিলিকসের ফাঁস করা বার্তায়ও উঠে আসে ছাত্রলীগের এসব অপকর্মের কথা। ছাত্রলীগের এ বেপরোয়া কর্মকাণ্ড বন্ধ করতে বার বার ব্যর্থ হয়েছে মুরব্বি সংগঠন আওয়ামী লীগও। কোনোভাবেই ঠেকানো যায়নি তাদের নৈরাজ্য ও স্বেচ্ছাচারিতা। যত দিন যাচ্ছে ক্যাম্পাসে ততই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে ছাত্রলীগ। এক সময়ের ইতিহাস ঐতিহ্যের ধারক এ সংগঠনের বর্তমান কর্মকাণ্ডের দায় কাঁধে নিয়ে বেশ বেকায়দায় রয়েছে শাসক দল আওয়ামী লীগও। অনেকের মতে, ছাত্রলীগ এখন আওয়ামী লীগের জন্য বড় ধরনের বিষফোঁড়া।

ছাত্রলীগের ২৭তম কাউন্সিলের মাধ্যমে পুরনোদের বিদায় দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নেতৃত্বে নতুন মুখ এলেও বদলায়নি নেতাকর্মীদের চরিত্র। আওয়ামী লীগের ক্ষমতার আয়ু যত শেষ হয়ে আসছে ততই বেপরোয়া হয়ে উঠছে তারা। তাদের কর্মকাণ্ডে শুধু আওয়ামী লীগ নয়, মহাজোটের শরিকরাও ত্যক্ত-বিরক্ত। পত্র-পত্রিকার তথ্য অনুযায়ী, গত ৩৭ মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ও হলে অন্তত দেড় শতাধিক সংঘর্ষ হয়েছে। আধিপত্য : পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

আধিপত্য : ছাত্রলীগ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

এতে সাড়ে ৪শ' শিক্ষার্থী আহত হয়েছে। লাঞ্ছিত হয়েছে ৩০জন শিক্ষক এবং অর্ধশতাধিক সাংবাদিক। ইভটিজিংয়ের শিকার হয়েছে অন্তত ৪০জন ছাত্রী। চাঁদাবাজি ও টেন্ডারবাজি হয়েছে কোটি কোটি টাকার। ছাত্রদলসহ বিভিন্ন সংগঠনে যুক্ত থাকার অভিযোগে হল থেকে অন্তত ৫০০ শিক্ষার্থীকে বের করে দেয়া হয়েছে। রাজধানীর শিক্ষাভবন, গণপূর্ত ভবন, খাদ্য ভবন থেকে কোটি টাকার টেন্ডার বাগিয়ে নেয়ার ঘটনাও ঘটিয়েছে তারা। পরে কাজ ও টাকা ভাগাভাগি নিয়ে বেশ কয়েকবার সংঘর্ষেও লিপ্ত হয়েছে ছাত্রলীগ।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর নির্বাচনে মহাজোট সরকারের নিরঙ্কুশ বিজয়ের পরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের চেহারাও বদলে যায়। আবাসিক ১৬টি হলে শুরু হয় দখল ও আধিপত্যের লড়াই। হামলা চালিয়ে, পিটিয়ে হল থেকে বের করে দেয়া হয় বিরোধী ছাত্র সংগঠন ছাত্রদল ও অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মী-সমর্থকদের। এক রাতেই বিভিন্ন হলের অন্তত ৮০ জন ছাত্রদল কর্মীকে বেধড়ক পেটায় ছাত্রলীগের কর্মীরা। প্রায় ১ মাস ধরে এ তাণ্ডব চলতে থাকে। প্রক্টর ও রেজিস্ট্রার অফিস সূত্রে জানা যায়, সে সময় ১৬ হলের ৩২৭টি কক্ষ দখল করে ছাত্রলীগ। ছাত্রদল সমর্থিত অন্তত ৫৩টিরও বেশি কক্ষ ভাংচুর করা হয়। এছাড়া প্রথম দিনই তিন শতাধিক শিক্ষার্থীকে বের করে দেয়া হয় হল থেকে।

২০০৯ সালের উল্লেখযোগ্য ঘটনার মধ্যে ছিল ১৫ জানুয়ারি টিএসসি এলাকায় স্বপন মণ্ডল নামে এক এনজিও কর্মীকে ছিনতাইকারী অভিযোগ দিয়ে পিটিয়ে হত্যা। ছাত্রলীগ কর্মীরা ওই ঘটনা ঘটালেও পরে কারো নামে কোনো মামলা হয়নি। এর দশদিন পর ২৫ জানুয়ারি ফজলুল হক হলের আবাসিক শিক্ষক ড. ইলিয়াসকে লাঞ্ছিত করেন কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ নেতা গায়রুল হাসান জুয়েল। ১৫ ফেব্রুয়ারি ভুয়া পরীক্ষা দিতে সহায়তা না করায় হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক মাযহারুল আনোয়ারকে লাঞ্ছিত করে সূর্যসেন হলের ছাত্রলীগ সভাপতি সাইদ মজুমদার। একই মাসের শেষের দিকে চারুকলা অনুষদে সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে ছাত্রলীগ নেতাদের হামলার শিকার হন যায়যায়দিনের [illegible]। হকিস্টিকসহ বিভিন্ন দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করে পুলিশ। সংঘর্ষের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান নিরাপত্তা অফিসার কামরুল আহসান হল ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি শফিকুল ইসলাম (টেন্ডার শফিক), হল সভাপতি শেখ মোহাম্মদ আলী, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ মহিউদ্দিন, মাঈনুল ইসলাম, আমিনুল ইসলাম মোহাগসহ ১০জনকে আসামি করে মামলা দায়ের করলেও গ্রেপ্তার ছাড়াই পার পেয়ে যায় আসামিরা। ওই বছর ১১ মে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের দুই শিক্ষককে লাঞ্ছিত করে ছাত্রলীগ কর্মীরা। ২১ জুন ছাত্রলীগের হামলায় ছাত্রদলের ঢাবি শাখা আহ্বায়ক আব্দুল মতিন, সিনিয়র যুগ্ম-আহ্বায়ক ওবায়দুল হক নাসিরসহ ২৭ নেতাকর্মী আহত হয়। এছাড়া ক্যাম্পাস ও আবাসিক হলে ছাত্রলীগের নিজেদের অন্তঃকোন্দল ও আধিপত্য বিস্তারের জের ধরে ওই বছর ৩০/৩৫টি সংঘর্ষ হয়েছে। ছাত্রলীগের হাতে ১৫ ছাত্রী ইভটিজিং, ১০ সাংবাদিক, ৪ শিক্ষক লাঞ্ছনার শিকার হয়েছে।

২০১১ সালের ২৫ জানুয়ারিতে ছাত্রলীগের নির্ধারিত কর্মসূচিতে না যাওয়া শহীদুল্লাহ হল থেকে গভীর রাতে বের করে দেয়া হয় ৪০ জন ছাত্রকে। এর তিন দিন পরেই ২৯ জানুয়ারি আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে শহীদুল্লাহ হল ও জগন্নাথ হলে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষে বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সহ-সম্পাদকসহ ১০ ছাত্রলীগ কর্মী আহত হয়। শহীদুল্লাহ হলের সাধারণ সম্পাদক হেদায়েতুল্লাহ সরকার গ্রুপের দুটি পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় ৮ জন এবং জগন্নাথ হলের ঘটনায় আরো ২ জন আহত হয়। ১৯ জুলাই সূর্যসেন হলে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষে জসীম উদদীন হলের ৫ ছাত্র আহত হয়। রাত ১২টায় হলের অভ্যন্তরে ওই ঘটনা ঘটে। তাদের মধ্যে মুহিব নামের এক ছাত্রের একটি হাত ভেঙে যায়। বছরের শেষদিকে ২৫ অক্টোবর দুই তলা থেকে ফেলে দিয়ে এক ছাত্রকে গুরুতর আহত করে বঙ্গবন্ধু হলের তিন ছাত্রলীগ নেতা। পরবর্তীতে আহত ছাত্রকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

সর্বশেষ ঢাবি ছাত্রলীগের নতুন কমিটির দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে ছাত্রলীগকে বর্তমান কদর্য চরিত্র পাল্টিয়ে আদর্শভিত্তিক রাজনীতি করার পরামর্শ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। একই সঙ্গে বিশৃঙ্খলা [illegible] আর এ লক্ষ্যেই চলছে ছাত্রলীগের বিভিন্ন গ্রুপ-উপগ্রুপের সকাল-সন্ধ্যা শোডাউন। ফলে ক্যাম্পাসে প্রতিনিয়ত বিশৃঙ্খলা ও সংঘর্ষ লেগেই রয়েছে। এসব বিশৃঙ্খলা বন্ধের উদ্যোগ না নিলে যেকোনো সময় হলগুলোতে বড় ধরনের সংঘর্ষ হতে পারে। এরই মধ্যে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ও আধিপত্য প্রমাণ করতে ১২টি ছাত্র হলে আবাসিক ছাত্রদের রুমে জোরপূর্বক ছাত্রলীগ কর্মীদের তুলে দেয়া হচ্ছে। এমনকি আবাসিক শিক্ষার্থী হয়েও ডাবলিং করে থাকতে বাধ্য হচ্ছে অনেক শিক্ষার্থী। অন্যদিকে ছাত্রলীগ নেতা হওয়ায় কারণে আট জনের রুমে ২-৩ জন রাজার হালে অবস্থান করছেন। স্যার সলিমুল্লাহ মুসলিম, জগন্নাথ, মুহসীন, জিয়াউর রহমান, সূর্যসেন, বঙ্গবন্ধু, কবি জসীম উদদীন ও জহুরুল হক হলসহ মেয়েদের ৪টি হলেও (রোকেয়া, শামসুন্নাহার, কুয়েত মৈত্রী ও বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হল) চলছে একই অবস্থা।

জানা গেছে, ছাত্রলীগের এ ধরনের আগ্রাসী কর্মকাণ্ডের কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদল প্রায় নির্বাসিত। ক্যাম্পাসে প্রবেশের জন্য তারা বারবার অনুরোধ উপরোধ ও নামমাত্র আন্দোলন করলেও এখনো পর্যন্ত কাজের কাজ কিছু হয়নি। ছাত্রদল নেতাকর্মীদের অভিযোগ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের অসহযোগিতার জন্য তারা ক্যাম্পাস ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। ছাত্রদলের ঢাবি শাখার আহ্বায়ক আব্দুল মতিন যায়যায়দিনকে বলেন, আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে একের পর এক নির্যাতন করে তাদের হল ও ক্যাম্পাস থেকে বের করে দেয়া হয়েছে। বিষয়গুলো বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে একাধিকবার অবহিত করা হলেও তারা কর্ণপাত করেনি। উপরন্তু নির্লজ্জ দলীয়করণের মাধ্যমে ছাত্রলীগকে সহায়তা করেছে। তিনি বলেন, যখনই কোনো জাতীয় ইস্যু নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদল আন্দোলন করেছে, তখনই পুলিশ ও ছাত্রলীগের ক্যাডার লেলিয়ে দিয়ে সে আন্দোলনকে প্রতিহত করা হয়েছে।

এদিকে ক্যাম্পাসে ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রমৈত্রী, ছাত্র ফেডারেশন, জাসদ ছাত্রলীগ, ছাত্র ফ্রন্টসহ প্রগতিশীল ধারার বিভিন্ন ছাত্রসংগঠন শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার হলেও প্রশাসন তা আমলে নেয়নি।

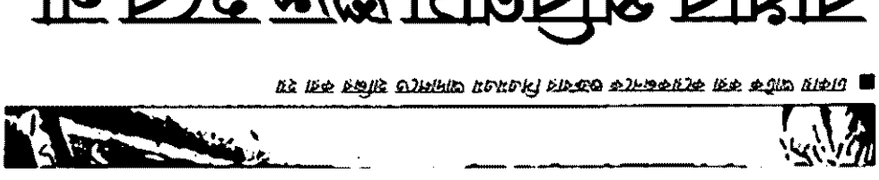

■ [illegible]

[illegible] পাঁচতারা [illegible] হবে না

[illegible] ব্যয়ে সরকারকে [illegible] জিয়ার [illegible]

[illegible]

[illegible]

[